

—শ্রীগোপেন্দ্রনাথ রায়

সব ছবিগুলি প্রসিদ্ধ শিল্পী মিঃ ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত। ব্রতীন্দা কল্পনা ফুটিয়ে ছবিগুলি দিয়ে আমাকে যে সাহায্য করেচেন তার জন্য আমি আন্তরিক ঋণী। প্রথম সংস্করণে তাড়াতাড়িতে দু' একটা ভুলচুক্ থাক্‌তে পারে; আশাকরি ত্রুটি মার্জ্জনা কোরবেন।

কলিকাতা,
শারদীয়া ১৩৪১ সন।

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ রায়

To

Bally Public

Library

with

Compliments

[illegible]

9/8/05

যে অমিয়-স্মৃতি আজও এ মনকে
তোলপাড়্ ক'রে দিয়ে যায়,
সেই স্মৃতির উদ্দেশে—



"I had a dream which was not all a dream."

—*Byron*

Published by Satyendranath Roy, 15, Bhuban Sarkar Lane, Calcutta and Printed by J. K. Choudhuri M. A. at the Macson Press, 216 Cornwallis Street, Calcutta. Price Re. 1-8 (Board cover); Rs. 2 (cloth); Rs. 3 (Leather with gilt).

ভাঙা এ প্রাণে, করুণ গানে

আসিলে কে গো, ফুটাগে ফুল!

সৌরভে তা'র—অরূপ হাসি,

নরের সুরা,—নারীর হুল্।

পরাণে মাতি হরষে ভাসি,
নিবিড় ঘন আকাশে শশী,—
কাজ্‌লা রাতে সহসা আসি,
দিল কী আলো, চোখের ভুল!

হায় গো বধূ সরম-মানা
কোমল তব হৃদয়-খানি—
শুনেনি কভু এমন সুরে,
হৃদয়-হরা গভীর বাণী।

অনেক কথা জাগায় মনে,
তোমার সুরে, তোমার গানে,
আকাশ ঘিরি গভীর তানে,
গাহিছে কিবা ও এলোচুল্!

২

ফিরায়ে কেন কোমল্ আঁখি
বরজ সম দিতেছ ব্যথা ?
স্মরণ কর অতীত যত
গোপন রাখা মিলন কথা।

করুণ রাগে পুলক জাগে,
হৃদয় ভাঙা জোড়া না লাগে,
মিনতি করি, মিনতি রাখ,
শোন আজিকে মম বারতা।

চাহগো বধু, ফিরাও দিঠি
কোমল্ দুটি ডাগর আঁখি,—
এমন রাতে, ফুল-হিয়াতে,
দিওনা কাঁটা, দিওনা ফাঁকী।

আধেক ঘুমে ঘুমায়ে ছিলে,
জাগানু এসে কত না ছলে,
পরশ লভি অধর রাঙা,
হরষ পাব ভাবিয়া হেথা।

৩

আসিবে বলে, এলে কি ছলে,
পরাণে দিলে ব্যথার ডোর।
ছলনা তব জানিলে পরে,
কাটিত কি এ ঘুমের ঘোর?

চেতন হারা ঘুমায়ে থাকি
বিকল দেহ ক্লান্ত আঁখি,
গভীর ঘুমে অলস চুমে
ভাঙিলে কেন এ ঘুম মোর।

মরম ব্যথা জানাব বলি',
জাগিয়াছিনু প্রথম রাতে,
পাঠাব বলি বারতা মম,
ডাকিয়াছিনু মলয় বাতে।

যে কথাটুকু বলিতে আমি,
ছিলাম জাগি প্রথম যামী,
সে কথা হৃদে নীরবে বাজে,
রূপের-ছবি, স্বপন ঘোর॥

৪

গোপন ব্যথা কেমনে বলি?
বেদনা ওঠে শুধু যে জ্বলি।
দহনে মম পরাণটুকু,
আজিও যেগো, ওঠে উছলি'।

বরষা মেঘে দিয়া সে দেখা,
আকাশ মাঝে ছড়ায়ে রেখা,
পরাণ কাড়ি নয়ন ঠারি,
লুকালো কোথা কুলের কালি!

তাহার পরে অঝোর ধারা
গহন বন ফেলিল ঘিরে,
শিহরি আমি পুলক হারা
নয়ন জলে ভাসিয়ে ধবে।

আকুল হিয়া তাহার লাগি,
বেদনা লয়ে রয়েছে জাগি,
প্রতিমা তারি আজিও পূজি
মরম মাঝে আগুন জ্বালি॥

৫

আকাশ চাঁদে কেমনে ধরি,
ধরিতে যত বাসনা মম—
জাগিয়া ওঠে পরাণ পুটে,
তরুণ লাজে প্রভাত সম।

হৃদয়ে বাঁধা বাসনা যত,
বেদনা ভরা গভীর ক্ষত,
গোপন কথা ভাঙিয়া আজি,
হৃদয় চাহে যা' প্রিয়তম।

যতেক তারে হেরিব বলি,
বাসনা বুকে বাঁধিয়া রহি ;
ব্যথিত মেঘে আকুল ধারা
ঢালে সে শুধু নয়ন বহি'।

কুসুমে কাঁটা আছে কি জানি,
ভ্রমর বসে তাহাতে নামি,
কালিমা মাখা চাঁদের লাগি,
ফুকারি' কাঁদে পরাণ মম॥

৬

একেলা আমি, এসো গো বধূ
ঘোমটা তোল, চাঁদ বিধুরা।
আঁধারে জ্বাল প্রদীপ শিখা,
একাকী আমি মরম হারা।

কাজল রেখা ঘনিয়ে আসে,
সজল কালো নীল আকাশে,
ব্যথার দুঃখ আপনি ভাসে,
নয়ন দিয়ে বয় যে ঝোরা।

দিঠির দিশা হারিয়ে গিয়ে,
গগন পানে চোখ্ মেলি,—
নীল আকাশে কী বেদনায়,
ভাস্‌ছে কালো মেঘগুলি!

চোখের কোলে কাজল রেখা,
যায়না কিছু যায়না দেখা,
আকুল আমি আজকে একা
তোমার তরে হই যে সারা।

৭

বিচ্ছেদের কত জ্বালা
তুমি কি বুঝিবে ? হায়, –
যে জন সঁপেছে মন
সে যে দহে যাতনায়।

বিচ্ছেদের কত জ্বালা,
কেমনে বুঝাব বালা,
গাঁথা কুসুমের মালা,
অযতনে ঝ'রে যায়।

একলা পথের অন্ধকারে,
চলছি তোমার ইঙ্গিতে .
বেদরদীর কণ্ঠ শুকায়,
মনকে সে চায় ভঙ্গিতে।

ঘুম আজিকে বাঁধন্ হরা,
স্বপন জাগে পাগল পারা,
হারিয়ে আমি আপন হারা,
বেদরদীর ইশারায়॥

সজল মেঘের চাহনী দেখে
হিয়ার পরে ফুটলো ব্যথা
আবেগ্‌-আমার বাহির হ'ল,
অশ্রু বেদন্ বুকের কথা।

সবুজ পাতায় ছুলে দুলে,
হীরা মণির আলোক জ্বলে,
উজল্ মনে পথের পরে
গাইছে ও কে গীতি কথা?

কোন্ কাননের চন্দনা,
আজ গাইছে নতুন বন্দনা,
গাইছে আমার মনের কথা,
নয়ন জলের সুর টানা!

শোন্‌রে তোরা স্বপন-মেয়ে,
আর কতকাল্ থাক্‌বো চেয়ে,
আমার গীতি ভাস্‌বে কি রে,—
চোখের জলে, শোন্ বারতা॥

৯

নীরব রাতি আমি চলি ধীরে,
গোপন পায়ে মম অভিসারে।

পথে নাহি কেহ, হেথা একা,—
গভীর রাতে যে নাহি দেখা,
মম উজল সখা কোথা মরি ঢুঁড়ে,
এযে নিরাশা হৃদয় ফেলে ঘিরে।

তমাল শাখে নাহি কোকিল রব,
কঠিন হিয়া মাঝে শুধু গরব,
এমন অভিসার নিশা মাঝে,
ব্যথার ব্যথী বিনা মরি ঘুরে।

সে কি ছেড়ে গেছে, মায়া ছেড়ে গেছে,
মোহ কাটায়ে সে কোথা চলে গেছে,
বুঝি আসিবে না আর আসিবে না,
চলে গেছে ওই নদী পারে॥

১০

শ্রাবণ আঁকে আকাশে ছবি
রামধনুর ওই রঙ্গতে ,
কবির কবি আঁকে কি ছবি,
নিশুত্ রাতের স্বপ্নতে।

কাঁদে যে গগন আন মনে,
বাজে সে বাঁশী ফুলের বনে,
নয়ন ভেজা কুসুম বালা,
গাহে কি গান সংগতে।

জানি তারি জানি সবই
মরম ব্যথা সব জানি,—
কোমল প্রাণে কঠোর ব্যথা
নিঠুর জন দ্যায় আনি।

ভিজুক্ আঁখি শ্রাবণ জলে,
অমিও ব্যথী অবনী তলে
ওরই মত জীবন মম
মল্লারেরই রত্নতে॥

১১

ঘোমটা তোল বিজলী বালা,
    পরাণ লয়ে কোরনা খেলা।
দহে যে দিঠি দহে যে তনু
    হৃদয়ে দহে অশেষ জ্বালা।

    নাহি কো মনে কূল কিনারা,
    তরল জলে আঁখির তারা,
    ঘোমটা খুলে চাহ বিরলে,
    আঁধারে জেলে নবীন আলা।

কহ গো কথা ছড়িয়ে আজি
    মুক্ত দাঁতের মুকুতাগুলি,—
মনের ঘন অন্ধকারে,
    দাও হাসিতে জ্যোৎস্না ঢালি।

    নিবিড় ঘন এলানো কেশে,
    হিযায় এস নতুন বেশে
    সকল কালো ঘুচিয়ে দিয়ে—
    ফোটাও হাসি, তারার মালা॥

১২

ভোরের ঘুমে, নয়ন চুমে,
হরষ দিলে প্রাণেতে মোর।
যাহা পাব আমি, দিতে কি এলে,
স্বপন ভাঙি', ঘুমের ঘোর?

প্রথম নিশা উদয় কালে,
বালিকা-ঘুমে জড়িয়ে জালে,
ছিনু যে আমি তবুও জাগি',
মালিকা গাঁথি কুটিরে মোর।

দ্বিতীয় নিশা প্রহর দেখি,
ঘুমায়ে ছিল অবশ আঁখি,
স্বপন জাগি' তোমার লাগি—
দিল যে ব্যথা, দিল যে ডোর।

সহসা দেখি প্রভাত বেলা,
জুড়াতে বুঝি স্বপন জ্বালা,
আসিলে তুমি দিবার লাগি,
যে কথা ছিল,মানস-চোর!

১৩

নিবিড় আঁধার ঢেকেছিল
এই ধরণীরে,—
ব্যথীত হৃদয় কেঁদেছিল
মম কার তরে?

আজি আমার দুয়ারে আসি,
তুমি কেন গো বাজালে বাঁশী,
এই নিভৃত প্রাণেতে কি সুর জাগালে,
সব ব্যথা গেল দূরে।

মম শ্রাবণ নয়ন প্রান্তে,
তুমি নীরবে যে দাঁড়ালে,
হেরিবারে ঠাঁই দিলে;

আমি মাথার বসন তুলি,
লই তোমার চরণ ধূলি;
বারেকের তরে এ মিনতি রাখ,
যেওনাক আজ বহুদূরে॥

তোমার সাথে মিলন কবে হবে ?
প্রাণের শত বাসনা ক'ব কবে ?

নাহি যে দিবা নাহি যে রাতি,
নাহি যে মম জীবন সাথী,
তোমার আশে বসিয়া কত
কাঁদিব বল ভবে !

জীবন মোর উদাস-পুরে,
বেদনা লয়ে মরে যে ঘুরে,
বাঁধিয়া কত রাখিব দুঃখ
ও প্রেম পাব কবে ?

মরণ নাহি আসে যে কাছে,
তোমায় আমি লভিগো পাছে,
হৃদয় ভরা যে ব্যথা বাজে
হৃদয় কত সবে ?

১৫

প্রভু তব প্রেমে ভূলোক দ্যুলোক রাজে,
আজি তব গানে আমার পরাণ বাজে।

এই আঁধার মনের মাঝে,
তব স্মৃতিটী শুধুই রাজে,
আজি জ্বালহে প্রবল আলো,
মোর সকল জীবন কাজে!

তব গানে সব হৃদয়ে পুলক লাগে,
মম চিত্ত তব চরণে করুণা মাগে।

আমি সেবক সতত তব,
তুমি আমার জীবন সব,
দাও হিয়ার মাঝারে শান্তি
যত দহন জ্বালার মাঝে॥

১৬

জগৎ রয় চেয়ে রবির কিরণ তরে,
আকাশে ঘটা বরষা ঘন ঘোর।
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ বাদল ধারা ঝরে,
দুরু দুরু কাঁপে এ হিয়া মোর॥

বুকের মাঝে মধুর ধ্বনি,
উঠে যে ব্যথা অনুরণি,
আবেশ আজি কাঁপায় ধরা,
নাহি যে ঘুম ঘোর।

নয়ন হ'ল অশ্রুভরা কাজল ধুয়ে যায়,
হারায়ে দিশা ছুটিয়া চলে লুটিতে তব পায়।

কাহার সনে খেলি কাজরী,
ঘন ভাদর নিশিথ ভারী,
লাগে যে ডর শয্যা নিতে
জাগি যে নিশি ভোর॥

১৭

দেউলে পিয়াসী আজ দাঁড়িয়ে আছ কি ব্যথা লয়ে,
বিঁধেছে কাঁটা শত অনাহত কোমল পায়ে।

বুকে হায় রয় কি ভাষা, যত আশা রয়েছে জাগি,'
মুখে কি নাই অধিকার, শুধু পথ পানে যে চেয়ে!

এস গো রাঙা ছবি, এস আজি মম আঙিনায়,
দেখে যাও তোমা সম আছে আরও ব্যথিত ধরায়।

কূলে মোর নাহিক স্থান যেতে হবে নদীর পারে,
আজিকে জলে ভাসি, এস এস এ ছোট নায়ে॥

১৮

ধরণী লুটিছে প্রেম,
চাঁদের জোছনা চুমি ;
এখনো অলস ভাবে
কেন গো ঘুমায়ে তুমি ?

এমন মধুর রাতে
চাঁদিনীর শোভাতে,
এস এ তৃষিত বুকে,
লুটায়ে পড় এখনি।

বাতায়ন দিয়া এযে
নিরমল জোছনা—
পাতিয়াছে প্রেম ফাঁদ
নব চাঁদ দ্যাখনা।

ও জোছনা আঁখি হেরি,
মরম ওঠে গুমরি' ;
যাবে কি বিফলে
এই মধুময় যামিনী!

১৯

অন্দরের বন্দনা ছিনু
পৌরজন সুন্দরী।
কস্তুরী বাস সেই পথিকের
জ্বাল্‌লো প্রেমের ফুলঝুরী।

গোপন পায়ে দুয়ার খুলে,
কূল হারানু সেই অকূলে,
গহীন্ রাতে পানশালাতে,
ফোটাই প্রেমের ফুলকুঁড়ি।

পানের লীলা রঙের মেলা,
নেশার রংএ মন হারাই ;
বেল্‌কুসুমী হার ছিঁড়ে যায়,
মন ভেঙে ছায় ফুলছড়ি।

পথ হারানো পথের পরে,
বেড়াই ঘুরে ঘোর আঁধারে,
বুকের তৃষা মিট্‌লো না যে,
ডুব্‌লো নিরাশ মন্-তরী॥

২০

মিলন মেলায় এসেছি সব
হৃদয় জুড়াতে ;
কস্তূরী বাস ছড়িয়ে গেল
বুকের পরতে।

আরও আলো, আরও আলো,
তরুণ হিয়া আরও আলো,
সাধক হিয়া সদাই থাকে
আলোর আশাতে।

পাইনা কেন আলোরাশি,
চাঁদের আলো তারার হাসি,
ছন্দে তারি চাহে হৃদয়
তৃপ্ত হইতে॥

শয়ন শিয়রে এসে,
বসিলে অতিথি বেশে,
কহিলে মধুর হেসে—
'ভালবাসি আমি'।

কপোল্-রাঙার 'পরে,
ফুকারিয়া কেঁদে মরে
গগন-চারী কাজরে
ঢাকি' কুমুদিনী।

মেঘ-মেদুর-আকাশ,
কেন বকুল সুবাস
বহে বাতাস উদাস
ঘন ঘোর যামী।

ঘরের ভিতর যবে,
প্রদীপ্ নিবিয়া যাবে,
তখনি উজল হবে
চিত্ত মরু-কামী॥

২২

পথিক প্রিয়, ক্ষম ক্ষম, আমারই ভুল, হে নিরুপম।
ডেকেছি বৃথা, তুমি যাও গো চলি, তুমি নহ সে অন্তরতম।

সে যে ঠিক্ তোমার মত পথ চলে, তোমারি বরণ,
এমনই ভ্রূধনু তার নয়ন তারা নাসিকা বদন।

কাননের ঘন কাঁটার পথে হ'ল মোদের পরিচয়,
ঝরিয়ে গেল সে ফুল দিয়ে শুধু প্রণয় অক্ষয়।

ছড়িয়ে গিয়াছে ফুল যে পথে সে, সেই পথে তার ঘর,
শুধু যে চৈতী হাওয়া উদাস ভাবে বয় এ বুকের পর।

একদা কহিল সে, দিয়ে মোরে বাহুর বাঁধন্,
'আসিব ফিরে পুনঃ'—পথ চেয়ে ক্ষীণ তনু মন।

পথে যায় যত পথিক ভাবি মনে এল বুঝি সে,
ফিরে কি আসে সে আর, এ দুনিয়ার নিয়মই যে এ॥

২৩

এই গোপন হিয়ার মাঝে
আছে আজও তোমার স্মৃতি।
যে ব্যথা মোর হরষ আনে,
সেই ব্যথা তোমার মূরতি ॥

অতল গভীর প্রেমের পথে,
জীবন যেদিন তোমার সাথে,
চরণ দিল অরুণ প্রাতে,
মরণ দিল অভয়-ভীতি।

শাখার গহীন ডালে
কাঁদিল পাপিয়া' 'পিউ কাঁহা'!
ঝরা কুসুম না ফিরিল আর
না মিলিল খুঁজিনু যাহা।

সহসা আমার জীবন মাঝে,
লভিনু তোমায় সকল কাজে,
ডুবিনু যেখানে অনন্ত রাজে—
পাইনু যবে চাঁদের তিথি ॥

২৪

ওগো সুন্দরী কাজল নয়নে,
কেন বাজাও বীণা অকারণে!
জীবন দোলা সোনার স্বপন
চলিয়া গেছে অতীতের মনে।

কানন পথে উতল হাওয়া,
নিশীথ ফুলে আঁধার ছাওয়া,
অলখ-খোঁপা বকুল চাওয়া
লুটায়ে পড়ে ব্যথার বেদনে।

জাগিছে মনে স্মৃতিটী তাহার,
তুলিছে ব্যথা তরণী সোনার,
চকোরী সম আলোক-লতার
তুলিছে মন কুসুম গহনে॥

২৫

বিরহ আগুন জ্বলে,
অতল তলে ;
স্বপন বোলে।
চাঁদ্‌-মাণিক ঝলে'॥

যদি তুই পরশ লভিলি,
তারে কি অভিশাপ দিলি,
গোপন ফোটা সে ফুলে।

মহুয়া-পিরীতি অতল্‌,
ধরে তুই রাখিলি সে হাল্‌,
সুখে তুই রচিলি নব
সাকারে বঁধুর তাজ্‌মহাল্‌।

অতীতের পথ চেয়ে, হায়
বাসিফুল প্রাতে ঝ'রে যায়—
মরণ-নদীর কোলে॥

২৬

তার সে কথা আজও কাণে বাজে,
যবে মিলিনু বাসর রচি',
ফুলের মালা শয্যাপরে রেখে
হিয়ার মোতী দিলাম্ তারে যাচি'।

বলেছিল, লীলাবতী 'আমায় ভালবাস,
চপলারি মত আজি কোমল্ হাসি হাস,
টুটে সরম কমল ফুটুক্ অথৈ জলে নাচি'।'

এলো মধুযামিনী, সারা গগন ঘিরি'
এলো ভরা চাঁদিনী, চলে ফুলের তরী
পথে তুফান ঠেলে, প্রেম-আলোক জ্বেলে,
নাচে ভ্রমর মম, ওড়ে স্বপন-পরী।

কহিল সে—'কেয়ার কাঁটা কেন দিলে প্রিয়,
জীবন মম ধন্য আজি পিয়ে এ অমিয়,
রাতের কথা ভোরের চোখে, ফেলো, ফেলো মুছি' ॥'

২৭

ছুটো সরল কথা কও, ওগো ভিড়াও তুমি নাও।
এ ঘাটে সে আস্‌বে কিনা আমায় বলে দাও॥

মরা গাঙে বান্ ডেকেছে নতুন জলের তরী,
হাওয়ার টানে যায় সে ভেসে লাগেনাকো দড়ী,
সোনার বঁধু গেল বেয়ে মোর পহেলা নাও।

সে যে আমার করল চুরি সাত সাগরের ধন,
গেল চ'লে বাঁকের দিকে যেথায় গহন বন,
পেয়েছ কি দেখা গো তার আমারে জানাও।

কোন্ পথেতে এলে তুমি কোন্ দেশেতে ঘর,
দেখেছ কি তারে, ওগো চেনো কি সে চর,
যাবে জানি তোমার পথে, ক্ষণিক জুড়াও।
আমার বঁধু আস্‌বে কিনা আমায় বলে যাও॥

২৮

ভুলোনা আমায় প্রিয় স্বপন ঘোরে,
সে যে মিছে ছায়ার খেলা।
আমায় বাসিও ভালো, রেখ গো স্মরণ
আজিকার মিলন-মালা।

কেন ভোরের শিশির তব নয়ন পাতে,
দিলে বিদায় যদি এই মধুর রাতে,
কেন বিপুল পুলক মাঝে ব্যথার মেলা!

ছিল চাঁদের জোয়ার এলো ষোড়শী তিথি,
এলো ঝড়ের দোলায় তব নব অতিথি
একি বেদন্ ব্যথায় শুধু ভরিতে ভেলা!

যদি দিলে গো বিদায় এই অবেলা খণে,
আজি বিদায়—বিদায় প্রিয় রাখিও মনে,
কত যায় কেবা চায় তার পায়ের ধূলা।

তুমি সেই যার তরে বসে রয়েছি,
তাই তোমা লাগি বারে বারে যাই নমি।
ওগো পবিত্র, ভাঙিতে দুয়ার তব,
ঘন ঘন কাঁপে ভীরু হিয়া, এস তুমি।

ঝুরিল যে বারি আজিকে ধরণী-দেহে,
ভেবে একদিন নিও তারে তব গেহে,
ওগো নিরমল, একবার তারে চুমি।

এ যে শুধু মোর কোটি কোটি আঁখি-বিন্দু
অশেষ তোমার উজল জীবন-সিন্ধু।
সাড়া নাই,—নাই অশ্রু তোমার তবুও নমি॥

৩০

এ কি ভালবাসা ?
মহানিশা !
এ যে স্বপন গো,
মিছে আশা ।

চলিলে ডাহুক্ চোখে
কানন পথের বাঁকে,
দুলিছে ফনিণী বেণী,
নীরব ভাষা

রুমাল্ ফেলিলে ভুলে,
আমার বনানী কূলে,
বিকচ বকুল ফুলে
তৃষার বাসা !

কপালে সিন্দুর টিপে,
অধরে আল্তা লেপে,
নিবালে শশীর ভাতি'
উষার তৃষা ॥

৩১

দিনের পরে দিন কাটে যার,
তার কি খবর রাখো?
তোমার নিশা লয়ে কেবল,
রাতের স্বপন ছাখো।

শুকতারা ওই পূর্ব্ব দ্বারে,
ফুলের রাশি ভারে ভারে,
সাজিয়ে সাজি ছায় সাড়া
ওই ভাঙা মেঘের ফাঁক্‌ও।

যে গুরু বেদনা ভার হে প্রিয়
দিয়েছ ভরি হিয়া,
এ যে পুলক-কল-ঝঙ্কার
নিঙাড়ি' চাঁদ-অমিয়া।

এ যে স্মৃতি পরিমল চঞ্চল,
এ যে তব কাঞ্চন-অঞ্চল,
এ যে নব নিখিল প্রমোদ,
অবিরত পরশেতে ঢাকো॥

৩২

মেঘ ভেসে যায় কোন্ দরিয়ার খোঁজে ?
আমার পরাণ নাহি বোঝে।
শুখতারা যার নিভে গেছে কাজ কি তাহার কাজে,
নয়ন-তারা-হারার মাঝে ॥

মৌমাছিদের মায়ার স্বপন,
ভুলিয়ে রাখে গহণ বন,
মন কেন তায় দিতে যাব অজানা তা'র মাঝে,
হৃদয়-হারা হৃদয়-রাজে !

যে ব্যথাতে ঢাল্‌ছে বাদল কাজল মেঘের দল,
গোপন আমার হিয়া মেশে সেই ব্যথারি তল্।

আমি যে হায় চল্‌ছি পথে
হবে দেখা কাহার সাথে,
অচেনা সে চেনা হবে কোন্ সে মধুর লাজে ?
ব্যথা নীরবতার সাঁঝে ॥

আয় তোরা কে ভাস্‌বি ভরা স্রোতে,
এই সোনার তরণীতে।
দিতে হবে গা ভাসিয়ে আমার তরীর সাথে ॥

আয় যদি রে নাবিক হবি,
আঁধারেতে হাত বাড়াবি
আকুল দরিয়ায়—
এযে মনের স্বপন তরুণ তপন
উজান্ বয়ে যায়;
যদি আমার সাথে ভাস্‌বি জলে
আয়রে নব প্রাতে।

করিস্ যদি আমায় নাবিক্,
হারিয়ে যাব এদিক্ ওদিক্,
তীরের যত ফুল—
করবো চয়ন দুহাত ভরি
আনন্দে অকূল।
ওরে, তোরা যদি ভালবাসিস্
আয় চাঁদিনী রাতে ॥

৩৪

আজ উজাড় করে দিব চরণ তলে,
আমার অনুরাগের ডালা ;
বুকের যত জ্বালা।

আঁখির পাশে ছিলে যতক্ষণ,
ভাবনা ছিল নাকো,
হাসিনটীর রঙ্গ দেখে দিনের পরে রাত্
বলেছিনু—"থাকো"।

নিঠুর তুমি দিলে প্রতিদানে
শুধু আঁখিজলের পালা॥

কি জানি কোন্ খণে,
ফিরিয়েছ আজ নয়ন তোমার
আবার আমার পানে।

তাই বুঝি ওই রাতের তারা যত
চেয়েছে এই দিকে,
তাই বুঝি আজ চরণ বাড়ালে,
নিঠুর হিয়া ঢেকে!

আজ কি তোমার মনে পড়ে
সেই অতীতের হাসি-খেলা?

৩৫

গাগরী তোমার যদি হ'ল ভরা,
যাও যদি যাবে, কেন দেরী করা।

চেয়ে ছাখো নীলিমায়,
রবি ওই ডুবে যায়,—
কেন গো অলস পায়ে পথহারা!

সন্ধ্যা নেমে এল তবু যে বাজু বাজে,
গাছের কালো ছায়া, দুলে যে বারি মাঝে।

এখনও কি কারণে,
রয়েছ গো আনমনে?
পথ যে যেতে হবে, কর ত্বরা॥

৩৬

মিনতি রাখ গো মম মিনতি করি।
গোধূলি ঘনায়ে এল চল কিশোরী ফিরি।

বাজিছে কিঙ্কিণী শুনগো উদাসিনী,
পায়ের মল্ বাজে রিনিকি রিনি-ঝিনি,
চলো গো ফিরে ঘরে আমার কথা শুনি,
তুফানে পড়িবে শেষে সে মুখ হেরি॥

মোহন মূরতি ধরে,
কে এল এই প্রাণের পরে।
বাঁশী যে ডাক্ দিল আজ,
বিজন মন্দির দুয়ারে।

স্বপনে আনাগোনা
ছিল এই টুকু জানা,
আজি তার চরণ দেখে,
বুকে আগুন জ্ব'লে মরে।

আমার এ রংমহালে,
কে দিল তুলির পরশ ;
কে দিল বীণার তারে,
আঘাতের বিপুল হরষ।

আজি মোর যত বাধা,
হ'ল দূর, হ'ল সাধা—
যে সুরে ভুবন জুড়ে,
বাঁশী আজও যায় ফুকারে॥

৩৮

আজি সুরের আলোয় ভুবন
গেল ভরি ;
জাগে বাঁশীর তানের স্বপন
হিয়া 'পরি।

কোন্ বিদেশী বধুর আশায়,
পথ ঢাকা এ আলো ছায়ায়,
চলেছি আজ আশায় আশায়
পথোপরি ॥

আহা, বাঁশীর স্বপনে আমার
হিয়াখানি—
কিবা সোনার কথিকা গাঁথিল
ফুল আনি' ।

অচল পদ চলে মৃদু ভাবে,
পথিক আজি মৌন বাঁশীরবে,
এস, এস, হৃদয় নত হবে,
তোমা' হেরি ॥

পরাণ ভরিয়া উঠেছে কি তান,
বীণার ছন্দে ছন্দে ?
মন্দ মধুর পবন ছুটেছে
আকুল কুসুম গন্ধে।

আজিকে কাহার মৃদুল পরশ,
চপল আঁখির মিলন সরস,—
অন্তর মম মাতায়ে দিল গো,
কোন্ সে মহা আনন্দে ?

কাহার বাণীটি এ মানস পটে,
উঠিল আজিকে জাগি' ?
ছায়া সম কে গো আঁখিদর্পণে
আসিলে কি ধন লাগি' ?

আমার ডাগর আঁখিপাত ছেয়ে,
সজল বেদন্ ঝরিতেছে বেয়ে,
ছায়ার আঁচল বাতাসে উড়িয়া
ভরাইল কি সুগন্ধে ?

৪০

ওযে	করুণ সুরে বাজায় বাঁশী
পথ চলা হয় দায় ;
যত	মন উদাসী তাহার পাছু
কি মন্ত্রে, হায়, যায় !

তার	চরণে ঘুঙুর বাজে,
বাঁশী শুনে মন মজে,
যত	হৃদয় সভার মাঝে
লুটিয়ে যেতে চায় !

মোর	কি হ'ল গো, কি হ'ল আজ,
তার সে বাঁশী শুনে ?
এই	ভাঙা ঘরে চাঁদের আলোয়
কাটাই যে দিন গুনে।

হায়	হৃদয় টুকু হারিয়ে ফেলে,
বিরহে আজ আঁখির কোলে,
ঘন কাজল বরণ লাগে
অশ্রু ঝ'রে যায় ॥

৪১

ভেঙে দে, ভুল ভেঙে দে,
আজকে ঢেলে পথে আলো।

হিয়াতে আলো জ্বেলে,
ঘুচিয়ে নে ওই কাজ্‌লা-কালো।

যে পথিক চোখের ভ্রমে,
ছুটেছে ভুলের পানে,
জ্বেলে দে তার সে মনে
দীপ্ত-শিখার রশ্মি-আলো।

মনে যে হানে দাগা,
ক্ষমা কর্ তায়, অভাগা!—
তারে তুই বুকে ধরে
আজকে শেখা বাস্‌তে ভালো॥

৪২

তুমি যাহা চাহ,
তাহা তো পাবেনা ফিরে ;
আশা কর ত্যাগ,
ভেসোনা নয়ন নীরে।

এ ঘটনাটুকু দিবা রাত্তি ঘটে,
এ দহন পেলে বুক যায় ফেটে,
শান্তনা তবু চাহি তো হৃদ্-মাঝারে।

তাই বলি তুমি করিও না শোক,
দেবতা সে নয় সে যে মর লোক,
তুমিও তো তার মত বসে আছ তীরে।

৪৩

তব ভালবাসা আজও যায়নি, যাবে না মুছে।
তব স্মৃতিটুকু আজও আছে মোর কাছে কাছে॥

দুহাত বাড়াই স্বপনের ঘোরে,
তখন কেন গো স'রে যাও দূরে,
তুমি কেন মোরে ফেলে যাও শুধু অন্ধকারের পিছে।

কাছে এসে তবু দাও না যে ধরা,
জানি না ও প্রাণ কি গরলে ভরা,
ভেঙে দাও আশা কেন, অনাহত প্রেম কি মিছে?

৪৪

পরাণ কাঁদিয়া ওঠে ঘন ঘন করুণ রোলে,—
বহুদিন হ'ল সে গেছে চলিযা 'আসিব' ব'লে।

সিক্ত নয়নে রয়েছি চাহিয়া,
পথিক যেতেছে বিরহ গাহিয়া,
মরমের দ্বারে স্মৃতিটি জাগায়ে গভীর ছলে।

কত বার গেছে কেন এইবার দেখা নাই বল তার,
'আসিব' বলিয়া যে যায় চলিয়া, ফিবে কি আসেনা আর ?

ওগো কবে সে আসিবে বলো,
এ যে যাতনা অধিক হ'ল,
থর থর হিয়া কাঁপে অনিবার ফাগুন কুহুর বোলে॥

তোমার প্রেমে হয়ে আত্মহারা
মন ছুটেছে তোমার পানে ধেয়ে !
ওগো আমার অশ্রু প্রেমের ধারা !
মন রয়েছে তোমার পথ চেয়ে ।

গভীর রাতে যখন তোমার বাণী,
বীণার রবে হৃদয় মাঝে শুনি,
তখন ভাবি মনে মনে আমি,
তোমার বিরাজ আছে এ হৃদয়ে ।

তোমায় আমি বড় ভালবাসি,
তোমার সুর যে বড় সুমধুর ;
নিশুত্‌রাতে তাই তোমারে স্মরি'
হরষে হয় পূর্ণ হৃদয়পুর ।

তোমার মুখের কান্তিখানি আজ,
জাগ্‌ছে মনে হরিদ্‌ বরণ সাজ,
মনের মাঝে সাজাই নাহি কাজ,
তোমার তরে একা আকুল হয়ে ॥

ওগো পথিক বলো আজ আমারে
তোমার ব্যথা বলো ;
তুমি ভুলের বশে পথ হারিয়ে
কোন্ পথেতে চলো।

চন্দ্রতারা নিখিল্ ধরা,
আকুল স্বরে বেদন্‌হারা,
পরাণ কেন উদাস পারা
আজ তোমারি হ'লো ?
তোমার ব্যথা বলো ॥

ওগো আমি আছি হেথা বসি,
তোমার পথ চেয়ে ;
তুমি এস অন্তরে মোর—
মন-তরণী বেয়ে।

তোমার প্রেমের পরশ রাগে,
রাতের পাখী উঠ্‌বে জেগে,
মন হবে মোর আপনহারা
প্রেমের আগুন জ্বালো ॥

৪৭

মন তরী আজ রূপ সায়রে ধীরে বেয়ে চল্।
চাঁদ্নী রাতে কুহুর গানে রূপ সাগরের দোল্॥

যে রূপেতে ভুবন ভোলেবে, সেই রূপে তার বাস—
ওসে, নে যায় টেনে কোন্ দরিয়ায় দিয়ে কি আভাস।
আমি যাব ব'লে তার কাছে রে, শুধু বাঁধি বুকে বল্॥

৪৮

ঘুমের মাঝে কি স্বপন জাগিল।
সহসা কেগো দুবাহু দিয়া ঘিরিল।

তাহার ছায়া আসিয়া কাছে,
গাহিছে মোর গানের পাছে,
করুণ গাথা গাহিতে মন চাহিল।

পরাণ মম কাঁদিছে তবু হরষে,
নয়ন হ'ল সজল তারি আভাসে।

আমার নব রূপসী শশী,
হৃদ্-আকাশে উঠিল ভাসি,
হৃদয় তাই করুণ গীতি গাহিল॥

কি জানি কি ধন লাগি,
দুয়ার দুয়ার ফিরি।
আঁধারে দাঁড়িয়ে আছি
হতাশা পরাণে ভরি।

তোমার তোরণে কাঁটা,
আগে আমি জানিনে তা',
মরণ শিখার রেখা—
নয়নে গিয়াছে ভরি।

অকরুণ বধু তুমি,
শীতল পাষাণ ভূমি—
জানিলে আমার ব্যথা,
ব্যথায় যেতে শিহরি।

দুয়ার দুয়ার ফিরি,
বৃথা শুধু কেঁদে মরি,
তোরণে ললাট ঠুকি'—
আশায় ধরি আঁকড়ি।

ভিজোনা আমার দুঃখে,
থাকগো মনের সুখে,
নিরাশ জীবন তবু
সুখ পাবে তাহা স্মরি॥

৫০

পিয়াসী আজ তোমার চিতে
নতুন দরদ জাগে,
ফাগুন ভরা ফাগে।
রঙ্গবিলাস চোখের মাঝে
আগুন জ্বালা রাগে ॥

মনের মাতনে,
চোখের কাঁপনে,
কি গান তুমি গাইছ বসি
সোনার স্বপনে !
মাত্‌লো বুঝি বনের পাখী
তাইতে অনুরাগে ॥

৫১

ভরসা দিয়ে দিতেছ কেন
হতাশা ঢেলে প্রাণের 'পর!
তুষার বুকে আগুন জ্বেলে
ঘুচে কি কভু আপনপর!

যে আশা লয়ে রয়েছি জাগি,
চাতক সম বরষা লাগি,—
হৃদয় মম ভরা বেদনা
জমাট বাঁধা যে থরে থর!

আমি কি শুধু ভোগের তরে,
গহন বনে খুঁজি তোমারে,
আকুল ব্যথা গুমরি মনে
বেদনা দিয়ে বাঁধে যে ঘর॥

৫২

জীর্ণ দেউল্ দে ভেঙে দে,
নতুন বেশের ঝর্ণা দিয়ে,
আপন হারা পথিক তোরা
রঙের ধারায় নেয়ে নেয়ে।

আজ স্বপনের লীলার মাঝে,
চরণধ্বনি কাহার বাজে,
কে আসে ওই দুয়ার খুলে
ফুলের কুঁড়ি ফুটিয়ে দিয়ে?

কর্পূরে ফাগ্ ছড়িয়ে দিয়ে,
চাঁদ হাসে ওই মন ভুলিয়ে,
মনের মাতন্ পূর্ণ হউক্
রঙের রেণু কুড়িয়ে নিয়ে॥

৫৩

দখিণ হাওয়া! এস এস
ধরার বুকে আজ—
সাজিয়ে তারে অরূপরূপে
দিয়ে নতুন সাজ।

ঘুম ভাঙানো চাঁদের আলো,
ঢাল গো চাঁদ আরও ঢালো,
ঘুমন্ত আজ জেগে উঠুক্
মুছে সকল লাজ।

আমার হৃদয় হারিয়ে ফেলে,
গিয়াছি যে সকল ভুলে,
তুমিও আজ এস এস,
ভুলাও সবে কাজ॥

৫৪

এলে যদি গো ফাগুন
এলে কি দহন দিতে।
বুকে যে জ্বলে আগুন,
জ্বালিলে কি দীপ চিতে!
মরম গুমরি ওঠে,
কানন কুসুম ফোটে,
কুহুর দহন ঢালা
সুরে না পারি রহিতে।

গজমোতী গুঁড়া দিয়ে
ফাগুয়া ফাগের মেলা,
মতিয়া চামেলী নিয়ে
কবরী বাঁধার পালা।
কি দহন দিলে প্রাণে,
এই কি গো ছিল মনে,
দারুণ অসহ তাপ
পারে না মন সহিতে॥

৫৫

ফাগুনে এই দোললীলায়,—
তরুণ রঙে ভরিয়ে রাখা
উজাড় ডালা
ফাগ্ খেলায়।

মনে মনে ফাগের লীলা,
ফাগুন রঙের আগুন মেলা,
করুণ আঁখির বাঁধন ডোরে
নতুন সুরে
সুর জোগায়।

একি স্বপন রীতি,
মধুর স্মৃতি ;

আমার গোপন হৃদয়ে সে,—
এসেছিল্ পথিক বেশে,
ভাঙা ঘরে খেলতে হোরী
অরূপরূপে
ফুল-দোলায়॥

৫৬

রঙ্গ দেখে নৃত্য করে,
যূঁই কেতকীর বন।
তাই বুঝি আজ দিচ্ছ ঢেলে—
তোমার দেহ মন!

সোনার বীণার তারে তারে,
ঝঙ্কারে সে বাজিয়ে ফেরে,
সবাই যখন অলসপুরে
ঘুমে নিমগণ।

গায় সে শুধু মৃদু মৃদু,
ছ্যাখ্‌রে চেয়ে আস্‌চে বধু,
ওঠ্‌রে তোরা ছ্যাখ্‌রে চেয়ে,
ওরে অচেতন!

৫৭

কোন্ সাগরের পারে, বঁধু!
কোন্ সাগরের পারে—
আবার হবে মিলন-গীতি
কোন্ সন্ধ্যার পরে?

হাসির তানের আকুলধারা,
বাহির হবে কণ্ঠ-ভরা,
আবার আমি কূল লভিব,
কোন্ অসীমের তীরে?

মধুর তব পরশখানি,
আবার কবে লেগে—
আঁধারেতে আলো পেয়ে
উঠবে এ প্রাণ জেগে!

এ মন আমি হারিয়ে কবে,
ভাস্‌বো তব প্রেম-বিভবে,
সাজাবো ওই কণ্ঠ কবে—
আবার মুক্তাহারে?

৫৮

ওরে মাঝি, ওরে মাঝি, এব কূল-কিনারা নাই,
(তুই,) হাল্ ধরে আর থাকবি কত শুধাই তোরে তাই।

(ওরে) নদীর সীমাও আছেরে ভাই এযে সুমুদ্দুর—
(তুই) খেই হারাবি অকূলে আজ যাবি অচিন্‌পুর।

(তোর) আশাতে পড়বে রে ভাই গভীর কালিমা,
(ওরে) ভরবে যখন গগনে আর জলে নীলিমা।

(তুই) চাঁদিনী আর পাবি নারে চৌদিকে অথই—
(ওরে) ভেসে যাবি, ভাঙবে এ হাল্, পাবিনা সীমাই॥

৫৯

জীবনে সার হ'ল কি শুধুরে এই অশ্রুমালা,
যদিও শুকাবে এ বারিধি ঘুচিলে প্রলয়-বেলা।

কুসুমে এত কাঁটা, আগে কি জানি গো তা'
জানি কি ও কুসুম পরশে লভিব ব্যথা।
কেমনে ও স্বজনি। যাপিব এ রজনী?
হৃদয়ে কত ব্যথা, কেমনে বুঝাব বালা।

যে কথা ছিল মনে, মিশিল অশ্রু সনে,
কথা যে ব্যথা হয়ে, ঝুরিছে ফুলবনে।
ভাঙিয়া কি প্রতিমা, মেখেছি এ কালিমা
প্রতিমা বিনা বৃথা আরতি, প্রদীপ, ডালা॥

৬০

আজি চাঁদিমা কি দূর গগনে মেঘে ডুবে যায় ?
ওকি মেঘ, না সমুদ্রবারি, এ দিকে তাকায় !
কেন ডুবিছে অতল জলে করিছে রোদন !
যদি পড়িত রাহুর হাতে তবু ভাল, হায় !

কেন কাজলে ও ঢেকেছে গো সুন্দর বদন,
যদি সুন্দর ও না হ'ত, তা' কিবা আসে যায় !
যদি কুসুম পড়ে গো ঢলি বসন্ত লাগি,
তবে ঋতুপতি আসিবে কি ফুলের হিয়ায় ?

একি, চকিতে ফিরায়ে আঁখি আঁধারে দেখি,—
এযে ভূধরে চাঁদিমা হাসে আমারই আলয় !
এযে এলোচুলে মুখ ঢাকি সুন্দরী বালা,—
ওযে মেঘ নয়, সমুদ্র নয়, ও চোখের কাজল নয় ॥

৬১

কর গো মোরে দয়া, হে প্রিয়, হে বন্ধু গো আজ!
ভুলে যাও স্মৃতিখানি, ক্ষম মোরে, হে প্রিয় আজ।
মালিকা দিব বলে, রচেছিনু ফুল তুলে,
সে ফুল ঝ'রে গেছে, ক্ষমা কর হে প্রিয় আজ।

স্বপন রাঙা ছবি, এঁকেছিনু তুলি লয়ে,
সে ছবি মুছিল যে, ক্ষমা কর বন্ধু গো আজ!
মনের এ অন্ধকারে জ্বালিলে প্রদীপ যদি,—
বুঝেচি আমার এ ভুল, ক্ষমা কর হে প্রিয় আজ।

আমার এ ভুলের ক্ষমা, তোমার কাছে কি পাবনা,
ভেঙেছ মনের স্বপন, ক্ষমা কর বন্ধু গো আজ।
আজ হতে চন্দন ধূপ দিয়া দিব এ আরতি,—
করেছ কত ক্ষমা, ক্ষম মোরে হে প্রিয় আজ॥

মিলন শেষে বিদায়-বেলা,
আনিলে কেন চোখের জল ?
আকাশ ধরা উঠিল কেঁদে,
কাঁদিল যত কুসুমদল।

জড়োয়া গাথা ফুলের ডালা,
সাজে কি আজি বিদায়-বেলা ?
এ যে গো শুধু স্মৃতির জ্বালা
বিরহ ব্যথা হৃদয়-তল।

কুসুম রাখ শোন মিনতি,
দিওনা প্রীতি, বিদায়-কালে ;
কীটের জ্বালা, সহিতে মম,
অবশ তনু মন না চলে।

হৃদয় হতে অনেক দূরে,
সুবাস তারি যাবে কি ঝরে ?
ভিজিবে শুধু নয়ন জলে,
দহন দিয়ে কি পাবে ফল।

৬৩

ওগো পথিক, ওগো অজানা,
কি নব সুরে দিলে গো চেনা!

পথ ছিল নাকো ঘন বিজনে,
ফুল ছিল না যে মরু কাননে,
রচিলে পথ তবু গাঁথলে মালা,
মোহের মনে একি স্বপন-বোনা!

একি শিহরণ, পলক মাঝে—
ঝুমুর ঝুমুব নূপুর বাজে ,
একি অনুভব, একি আন্‌মন,
ওগো উদাসী, হৃদয় জানা!

৬৪

রূপের রাণী, রূপের রাণী !
শুন্‌বো মোরা শুন্‌বো বাণী।
নিদ্রাহারা বাঁধন্‌হরা
নিশুত্‌রাতে স্বপনখানি।

আকুল পরশ মোহে চুমি,
টুটুলো দেহ তোমায় নমি,
মিলন পুলক দোলা দুলে—
ক্লান্ত তুমি, ক্লান্ত আমি॥

